বিদেশি রেফারির পক্ষে বাফুফে সভাপতি

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও ঝুঁকছে বিদেশি রেফারির দিকে! কয়েকটি ক্লাবের প্রস্তাবনা মেনে নিয়ে বাফুফে সভাপতিও মনে করছেন ‘১০-১২টি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ’ বিদেশি রেফারি দিয়ে পরিচালনা করা যেতে পারে। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও বিদেশি রেফারির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন।

মৌসুমে দুটি টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর বসুন্ধরা কিংস, সাইফ স্পোর্টিংসহ প্রিমিয়ার লিগের কয়েকটি ক্লাব বিদেশি রেফারির দাবি জানিয়েছিল। রেফারিজ কমিটি ও পেশাদার লিগ কমিটির চেয়ারম্যান সালাম মুর্শেদী এই দাবির তোয়াক্কা না করলেও কাজী সালাউদ্দিন এ ব্যাপারে ইতিবাচক, ‘রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে, তাই ১০-১২টা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বিদেশি রেফারি দিয়ে চালানোর প্রস্তাবটা ভালো। বিদেশি রেফারি দিয়ে লিগ ম্যাচ পরিচালনা করলে আমাদের খেলোয়াড়রাও বুঝতে পারবে আন্তর্জাতিক ম্যাচে আচরণ কী রকম হতে হয়।

দ্বিতীয়ত রেফারিং নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকবে না এবং রেফারির নিরপেক্ষতা নিয়েও কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। বিদেশি রেফারির সিদ্ধান্ত ভুল হলেও এটাকে সঠিক বলে মানতে শিখবে ক্লাবগুলো।’ অনেক সময় দেশি রেফারি যেমন বিতর্কিত সিদ্ধান্ত দেয় তেমনি ম্যাচ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করলেও প্রাপ্য প্রশংসা জোটে না।

ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে আবাহনীর বিপক্ষে সাইফ স্পোর্টিংয়ের পেনাল্টি বাতিলের ব্যাপারে সভাপতি বলছেন, ‘আমাদের স্থানীয় রেফারিরা বলছেন এটা আইন মেনেই করা হয়েছে, কিন্তু আমরা প্রশ্ন তুলছি।’ এখানে বিদেশি রেফারি থাকলে হয়তো সেই প্রশ্ন উঠত না

। তাঁদের কাছ থেকে স্থানীয় রেফারিদেরও শেখার আছে বলে তিনি মনে করছেন, ‘বিদেশি রেফারির সঙ্গে ম্যাচ পরিচালনা করলে দেশিরাও শিখতে পারবে। তবে আমি সব ম্যাচ বিদেশি দিয়ে চালিয়ে দেশি রেফারিদের হতাশ করতে চাই না। তবে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এখন বিদেশি রেফারি আনা উচিত। আমি এরই মধ্যে সাধারণ সম্পাদককে বলেছি, ম্যাচগুলো নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে।’ বিদেশি রেফারি আনার পক্ষে বাফুফে সভাপতি।

[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তাকেসহ সিনিয়রদের ছাড়াই দল এমন ঐতিহাসিক জয় পেল সে বিষয়ে সাকিবের অনুভূতি জানতে চান সাংবাদিকরা।সিনিয়রদের ছাড়া তরুণদের নিয়ে দল কঠিন ম্যাচও জিততে পারবে না – এমন ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বলে জানালেন সাকিব।

শুক্রবার রাজধানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাকিব বলেন, ‘এটা তো অবশ্যই ভালো লাগার দিক। যারা সবসময় বিশেষ করে মিডিয়া মনে করে, আমরা চার-পাঁচজন (তামিম, সাকিব, রিয়াদ) ছাড়া খেলোয়াড় নেই। সেটা ভুল প্রমাণ হলো। অন্য ক্রিকেটারদের যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারা ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে খেলেননি বলেও আক্ষেপ হচ্ছে না বলে জানালেন সাকিব। বললেন, ‘জয়টাই বড়। আমাকে ছাড়াও (দল জেতে), আমি থাকা না থাকা বড় বিষয় না। যেটা হয়েছে দল কেমন খেলছে এবং কেমন ফল করছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমি খুবই খুশি, খুবই গর্বিত প্রত্যেক খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফের ওপর। দল ভালো করলেই আমি খুশি। আমার কখনও ব্যক্তিগত লক্ষ্য থাকে না। এবারও নেই।’

অবশ্য এই এক জয় দিয়েই বাংলাদেশ দলের বড় পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে না বলে মনে করেন সাকিব।

বললেন, ‘একটা টেস্ট ম্যাচ জিতে সবকিছু বদলে যায় না। তবে একটা টেস্ট ম্যাচ অনেক কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করে। সেই সম্ভাবনা তৈরি হলো। এই বিশ্বাসটা যদি আমরা রাখতে পারি, বিসিবি যদি সেই বিশ্বাসটা রাখতে পারে তাহলে হয়তো এই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেই আমরা অনেক ভালো ফল করে দেখাতে পারব। সত্যি বলতে, এত ভালো ক্রিকেট বাংলাদেশ কমই খেলে। প্রত্যেক খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফকে কৃতিত্ব দিতে হবে। তারা এত চাপের মধ্যেও কঠিন কন্ডিশনে এত ভালো খেলেছে।’

ইতিহাস গড়া টেস্ট জয়ের ৩ কারণ

বে ওভালের মাটিতে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা বিশ্বের এক নম্বর দলকে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছেন টাইগাররা। ইবাদত-মুমিনুল-লিটন-তাসকিনের নৈপুণ্যে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৮ উইকেটের ভূমিধস জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

বিদেশের মাটিতে টেস্টে এত বড় জয় পাওয়া বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য বড় পাওয়া। তারুণ্যনির্ভর দলটি মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের মাটি যে কীর্তি গড়ল, সেটি ক্রিকেটবিশ্ব বহুদিন মনে রাখবে। ক্রিকেট লিজেন্টরা রীতিমতো অবাক বনে গেছেন মুমিনুলদের পারফরম্যান্সে।

বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনটি কারণ খুঁজে পেয়েছেন কিউই অধিনায়ক টম লাথাম।

ম্যাচশেষে তিনি বলেন, তিনটি দিকে আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। সেগুলো হচ্ছে— মুমিনুলরা ভালো পার্টনারশিপ করতে সক্ষম হয়েছিল, আমাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং দুর্ভাগ্য আমরা এ দুটোর কোনোটিই করতে পারিনি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ অবশ্যই আমাদের দেখিয়েছে টেস্টে চেপে না ধরতে পারার দুর্বলতা কীভাবে কাজে লাগাতে হয়।

এই জয়ে বাংলাদেশের কৃতিত্বকে বড় করেই দেখছেন লাথাম। আমরা যদি ৪৫০ রান করতে পারতাম, তবে গল্পটা অন্যরকম হতে পারত। তবে আজকের ম্যাচে পুরো কৃতিত্ব বাংলাদেশের, এই ম্যাচে তারা ভালো খেলেই জয় পেয়েছে।
বাংলাদেশ অধিনায়ক মুমিনুল জানিয়েছেন, এ জয়ের নেপথ্যে নিজেদের দৃঢ়তা ও মাথা ঠাণ্ডা করে খেলার বিষয়টি কাজ করেছে। ইবাদতের অসাধারণ স্পেলের পরও নিজেদের রোমাঞ্চ লাগামছাড়া হতে দেয়নি বাংলাদেশ দল।

মুমিনুলের ভাষায়, ‘কাল শেষ বেলায় ইবাদত যখন হঠাৎ করেই উইকেট নিল, তখন মনে হলো, এ টেস্ট জেতার জন্য যাচ্ছি। আজ অল-আউট হওয়ার পর নিশ্চিত হয়েছি। তবে বাড়তি উত্তেজনা কাজ করছিল না। টিভিতে দেখতে থাকলে দেখবেন, আমরা সবাই শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি। বল ধরে ধরে খেলার চেষ্টা করেছি—ব্যাটিং, বোলিং। ব্যাটিংয়ে শুরুতে চাপে ছিলাম। মুশফিক ভাই ওই দুটা রান নেওয়ার পরই মনে হয়েছে জিতেছি।’

বোলারদের ধারাবাহিক পারফরম্যান্সকে বড় করে দেখছেন মুমিনুল। ‘পরিকল্পনা ছিল, উইকেটের জন্য করতে গিয়ে যেন রান না দিই। শেষ চার দিন যে প্রক্রিয়া ছিল, সেটিই অনুসরণ করা, চাপ তৈরি করা। ফল আসলে আসবে, না এলে নেই।’
আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গত চক্রে সাত ম্যাচের ৬টিতেই হেরেছিল বাংলাদেশ, অন্যটি ড্র হয়েছিল। শুরুটা পাকিস্তানের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছে। অবশেষে বহুল প্রত্যাশিত জয় ধরা দিল।

আর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম জয়ের অপেক্ষাটা ছিল আরও দীর্ঘদিনের। কিউইদের বিপক্ষে তাদের মাঠে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৩৩ ম্যাচ খেলে অবশেষে দেখা মিলল প্রথম জয়ের।

দেশের মাঠে নিউজিল্যান্ডের টানা ১৭ টেস্টের অপরাজেয় যাত্রা থামল এই হারে। সবশেষ তিন সিরিজে তারা হোয়াইটওয়াশ করেছিল পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতকে। উপমহাদেশের কোনো দলের সবশেষ জয় ছিল ১১ বছর আগে, পাকিস্তানের। সেই দলকেই এবার বড় ব্যবধানে হারাল বাংলাদেশ।

৫ উইকেটে ১৪৭ রানে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছিল নিউজিল্যান্ড। বুধবার পঞ্চম ও শেষ দিনে সকালের সেশনে ১০.৪ ওভারের মধ্যে মাত্র ২২ রান তুলতেই বাকি ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রানে অলআউট হয় টম লাথামের দল। এতে জয়ের জন্য মাত্র ৪০ রানের লক্ষ্য পায় বাংলাদেশ। যেটি হেসেখেলেই পার করে দেন ব্যাটাররা।

যে পরিসংখ্যানে পাকিস্তানের সর্বকালের সেরা আফ্রিদি

পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের তালিকায় উপরের দিকেই থাকবে শহীদ আফ্রিদির নাম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই একের পর এক রেকর্ড গড়ে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন সাবেক এই অধিনায়ক।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন ৪১ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার।

পাকিস্তানের হয়ে ৩৯৮ ওয়ানডে, ৯৯টি টি-টোয়েন্টি আর ২৭টি টেস্ট ম্যাচে অংশ নিয়ে ১১টি সেঞ্চুরির সাহায্যে ১১ হাজার ১৯৬ রান সংগ্রহের পাশাপাশি বল হাতে ৫৪১ উইকেট শিকার করেন এই ক্রিকেটার।

আর বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টসহ ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট টি-টোয়েন্টিতে ৩২৬ ম্যাচে অংশ নিয়ে ৪ হাজার ৩৯৫ রান সংগ্রহের পাশাপাশি বল হাতে ৩৪৪ উইকেট শিকার করেন আফ্রিদি।

পাকিস্তানের হয়ে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ৫১৮ ম্যাচে অংশ নিয়ে রেকর্ড ৪৩ বার ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন শহিদ আফ্রিদি।

৪৬০ ম্যাচে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯ বার ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম। ৪৯৫ ম্যাচে অংশ নিয়ে ৩৩ বার ম্যাচ সেরা হয়েছেন ইনজামাম-উল হক।

এছাড়া ৩২ ও ৩০ বার ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সদ্য বিদায় নেওয়া মোহাম্মদ হাফিজ ও সাবেক তারকা ব্যাটসম্যান সাইদ আনোয়ার।

বাংলাদেশের প্রথম দিনের স্বস্তি

ডেভন কনওয়ের উইকেট পাওয়ার পর মমিনুল হকের হাসি যতটা আনন্দের, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়ের। ওরকম নির্বিষ বলে একজন সেঞ্চুরিয়ানের উইকেট কালেভদ্রে পাওয়া যায়। মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের প্রথম দিনের খেলার পর হতাশা ব্যক্ত করেছেন কনওয়েও, ‘লম্বা ইনিংস খেলার পর খণ্ডকালীন বোলারকে কেউ উইকেট দিতে চায় না।

অবশ্য এই উইকেটটি পরোক্ষে বাংলাদেশি বোলারদের নিয়ন্ত্রিত

দেন এবাদত, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং কোচ ওটিস গিবসন মনে করছেন, ‘লড়াই থামাইনি। প্রথম ঘণ্টায় দুর্দান্ত বোলিং করেছি। সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ভাগ্য পক্ষে থাকলে আরো উইকেট পেতে পারতাম। ডেভন কনওয়ে ভালো খেলেছে। দিনশেষে ৫ উইকেটে ২৫০ রান (২৫৮), আমি মনে করি দুই দলের অবস্থান সমান-সমান।’

আর দুটি নতুন বলে শিষ্যদের বোলিং দেখে গর্বিত এই ক্যারিবীয়, ‘অচেনা কন্ডিশনেও পেসাররা ভালো বোলিং করেছে, বিশেষ করে সকালে। ওপরে বোলিং করেছে, সুইং করিয়েছে, ব্যাটারকে চমকে দিয়েছে। সব মিলিয়ে বলব, ফাস্ট বোলাররা অনেক চেষ্টা করেছে।

৫৩ রানে ২ উইকেট নিয়ে দিনের সফলতম বোলার শরিফুল ইসলামের মনেও সন্তুষ্টির পাশাপাশি কিছু অতৃপ্তিও আছে, ‘পারফরম্যান্সে খুশি। তবে মনের মধ্যে কিন্তু শব্দটা থাকেই। যদিও আরো একটা-দুইটা উইকেট যেত, তাহলে আরেকটু খুশি লাগত, তবে দিনশেষে খুশি।’ আজকের দিনটিও এমন খুশির হবে তো বাংলাদেশের জন্য?

নারী প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চান মাধবী ও রিয়া

মাসুমা আক্তার মাধবী, দিনাজপুর দলের রেইডার এবং ডিফেন্ডার রিয়া আক্তার। মাসুমা আক্তার মাধবী, দিনাজপুর দলের রেইডার এবং ডিফেন্ডার রিয়া আক্তার।
আইজিপি কাপ জাতীয় যুব কাবাডির চূড়ান্ত পর্বে দেশের দূরদূরান্ত হতে কিশোর-কিশোরীরা ঢাকায় পল্টন ময়দানের ম্যাটে লড়াই করছেন। নজর কাড়ছেন, প্রতিভা ছড়াচ্ছেন। দিনাজপুরকে কোয়ার্টার ফাইনালে তোলা দুই নারী খেলোয়াড় নিজেদের আলাদা করে চেনালেন। মাসুমা আক্তার মাধবী, দিনাজপুর দলের রেইডার এবং ডিফেন্ডার রিয়া আক্তার।

মাধবী বললেন, ‘আমার সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। অভিভাকদের অনেকে বলতেন, আপনাদের মেয়ে হাফপ্যান্ট পরে খেলছে। এটা দেখতে কেমন লাগে? এ কথা শোনার পরও আমার বাবা-মা পুরোপুরি সাপোর্ট দিয়েছেন। বাবা বলতেন, আমার মেয়ে খেলছে, তাকে নিয়ে আমি গর্বিত। অনেক মেয়ের অল্প

বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। ক্লাস ফাইভে পড়া অবস্থায় অনেক মেয়ের বাল্যবিবাহ হচ্ছে। এ কারণে তৃণমূলেই প্রতিভা হারিয়ে যায়। পাশাপাশি অনেক পরিবার মেয়েদের খেলাকে সমর্থন করে না। খেলাধুলা চালু থাকলে বাল্যবিবাহ, মাদক, জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে সমাজ।’ মাধবী এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে।

ডিফেন্ডার রিয়া আক্তার বললেন, আমাকে যদি অপশন দেওয়া হয়—ক্রিকেট, ফুটবল ও কাবাডির মধ্যে একটি খেলা বেছে নিতে হবে। আমাকেও নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ছোট পোশাক পরে কাবাডি খেলতে হয়। এ কারণে সমাজে অনেকে আমাদেরকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা হয় না। নানা কটু কথা শুনতে হয়। আমাকে শুনতে হয়েছে। আমার মামা শাহিনূর ইসলাম আমাকে খেলার বিষয়ে সবসময় উত্সাহ দিতেন। এখনো দিয়ে যাচ্ছেন।

আজ বালিকা কোয়ার্টার ফাইনালে ময়মনসিংহ-দিনাজপুর, বরিশাল-ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া, ফরিদপুর-ঝিনাইদাহ ও নড়াইল-বগুড়া এবং বালকদের লড়াইয়ে মৌলভীবাজার-রংপুর, গোপালগঞ্জ-বগুড়া মুখোমুখি হবে। বালকদের কোয়ার্টার ফাইনাল সকাল ৯টা ও বালিকাদের খেলা সকাল ৯টা ২০ মিনিটে শুরু হবে। আজ সন্ধ্যায় সেমিফাইনাল লড়াই

আমরা চাইব সিরিজটি যেন তার ভালো না যায়: ডমিঙ্গো

নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপের অন্যতম স্তম্ভ রস টেলরকে নিয়ে বাংলাদেশ দলের হেড কোচ রাসেল ডমিঙ্গো বলেছেন, আমরা চাইব সিরিজটি যেন তার ভালো না যায়। সেটিই স্বাভাবিক। কারণ টেলরের ভালো পারফরম্যান্স মানেই বাংলাদেশ দলের ক্ষতি, যা কোনো দিনই চাইবেন না কোচ ডমিঙ্গো।

আগামীকাল ১ জানুয়ারি মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে দুই টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে মুমিনুল বাহিনী। তার আগেই খবর এলো— বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজই হতে যাচ্ছে রস টেলরের জীবনের শেষ টেস্ট সিরিজ। এর পর অস্ট্রেলিয়া ও

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ছয়টি ওয়ানডে খেলা শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি।

আর টেলরের জীবনের শেষ টেস্টটি যেন সুখকর না হয়, সেই কামনাই করলেন বাংলাদেশ দলের হেড কোচ রাসেল ডমিঙ্গো।

ডমিঙ্গো বলেন, ‘রস টেলর অনেক দিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে। সে উঁচুমানের খেলোয়াড়। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটের অনেক বড় তারকা। ভবিষ্যতে যাই করুক, তার জন্য শুভকামনা থাকবে। তাকে বল করতে হবে না দেখে বাংলাদেশের অনেক বোলার খুশি হবে।’

ডমিঙ্গো আরও বলেন, ‘গত ১০-১২ বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে সে ভালো খেলছে। আমরা চাইব সিরিজটি যেন ভালো না যায় তার জন্য। সে অবশ্য ভালোভাবে শেষ করতে মুখিয়ে থাকবে। প্রত্যেক ভালো ক্রিকেটারই এটি চায়।’

লিভারপুলের লিগ-স্বপ্নে ধাক্কা দিলেন সালাহ

শিরোনাম দেখে ধন্দে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। মোহাম্মদ সালাহ তো লিভারপুলেই খেলেন, তাঁর পক্ষে লিভারপুলের লিগ-স্বপ্নে ধাক্কা দেওয়া কীভাবে সম্ভব?

কিন্তু সেটাই হয়েছে গত রাতে। লেস্টার সিটির সঙ্গে ১-০ গোলে হেরে বসেছে লিভারপুল। ম্যাচের শুরুতেই পেনাল্টি মিস করে বসেন মোহাম্মদ সালাহ। যে পেনাল্টি থেকে গোল হলে জয় না হোক, হয়তো হারতে হতো না অল রেডদের। দ্বিতীয়ার্ধে ইংলিশ উইঙ্গার আদেমোলা লুকমানের একমাত্র গোলে পুরো তিন পয়েন্ট তুলে নিয়েছে লেস্টার সিটি।

গোলদাতার নাম লিভারপুল–সমর্থকদের যন্ত্রণা বাড়াবে আরও। লুকমান যে একসময়ে লিভারপুলের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এভারটনের হয়ে খেলতেন! শেষ দুই ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট হারানো লিভারপুল এখন লিগ শিরোপা জয়

নিয়েই সংশয়ে পড়ে গেছে।

সিটির সঙ্গে লিভারপুলের পয়েন্ট ব্যবধান এখন ছয়, যা দ্রুতই নয়ে পৌঁছে যাবে, যদি আজ রাতে হতে যাওয়া সিটি-ব্রেন্টফোর্ড ম্যাচে সিটি জিতে যায়। যদিও লিভারপুলের হাতে একটি ম্যাচ বেশি আছে, তাও ছয় পয়েন্টের ব্যবধান তো খুব কমও না!

দুই দিন আগে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ৬ গোল হজম করেছিল লেস্টার। জয় তো বটেই, লিভারপুলও যে সিটির মতো গোল উৎসব করবে লেস্টারকে পেয়ে, তেমনটিই ভেবেছিলেন অনেকে। দুই দিনের ব্যবধানেই ভিন্ন এক লেস্টারকে দেখা গেল। ম্যাচের ১৬ মিনিটেই দলকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন সালাহ।

একগাদা সেন্টারব্যাকের চোটের কারণে রক্ষণে খেলা নাইজেরিয়ান মিডফিল্ডার উইলফ্রিয়েড এনদিদির কল্যাণে পেনাল্টি পেয়েছিল লিভারপুল। সালাহর নেওয়া সেই পেনাল্টি ঠেকিয়ে দেন লেস্টারের গোলকিপার ক্যাসপার স্মাইকেল। পরে হেড করেও বল জালে জড়াতে পারেননি সালাহ।

টানা ১৫ পেনাল্টিতে গোল করার পর পেনাল্টি মিস করলেন সালাহ। এর আগে ২০১৭ সালে হাডার্সফিল্ডের টাউনের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করেছিলেন সালাহ। পুরো ম্যাচে ২১টি শট নিয়েও গোল করতে পারেনি লিভারপুল।

ওদিকে সাউদাম্পটনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে টটেনহাম। জেমস ওয়ার্ড-প্রাউসের গোলে ২৫ মিনিটে সাউদাম্পটন এগিয়ে গেলেও ডিফেন্ডার মোহাম্মদ সালিসুর লাল কার্ডের কারণে একটু পিছিয়েই পড়ে যায় দলটা, যার সুফল তুলে নেন হ্যারি কেইন, ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করার মাধ্যমে। এরপরও ১০ জনের সাউদাম্পটনকে হারাতে পারেনি টটেনহাম।